সংবাদ

তারিখ 16. JUL. 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৩

সাতক্ষীরায় অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের খোঁজ নেয়া শুরু

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার কলেজগুলো অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোর নজরদারি শুরু করেছে। কোন শিক্ষক বা শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার তথ্য কলেজ প্রশাসনকে জানানোর জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। জঙ্গিবাদ ও নাশকতা রোধে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন সাতক্ষীরার সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। সাতক্ষীরা জেলায় সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে ৬৫টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৫টি ও বে-সরকারি কলেজ ৬০টি।

ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের পাশাপাশি সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ, শ্যামনগর সরকারি মহাসিন কলেজ, কলারোয়া সরকারি কলেজ, তালা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, সাতক্ষীরা ডে নাইট কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ধরনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এম হাসান সরোওয়ার্দী ও সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. আমান আল হাদী বলেন, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে যে সকল নবীন শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে তাদের নিয়মিত ক্লাস করার জন্য বলা হয়েছে। ঈদের পরে ক্লাস শুরু হওয়ায় ও বৃষ্টির কারণে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার একটু কম। এখন যে সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত হচ্ছে তাদের-হাজিরা নেওয়া হচ্ছে এবং নিয়মিত ক্লাসও নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজও শুরু করেছেন বলে উল্লেখ করে তারা আরো জানান, কলেজ প্রশাসনের সাথে সাথে অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি নজর রাখতে হবে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সন্তানকে ভালো মানুষ হতে পরিবারের ভূমিকা থাকে।

আমান উল্লাহ আল হাদী বলেন, এ বছর ১ হাজার ৩৭ জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। এছাড়া সরকারি কলেজে নিয়মিত প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের সকলের খোঁজ রাখা কঠিন। তারপরও কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সাথে তদারকি করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে সরকারি কলেজের একাদশের শিক্ষার্থী আশরাফ আহমেদ আশিক ও আল মঈন ও সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী হাবিবা খাতুন বলেন, একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকতে পারে না। যখন একজন শিক্ষার্থী ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হচ্ছে না তখন তার ব্রেইন ওয়াশ করা হচ্ছে এবং কোন সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করলে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। আমাদের যে সকল বন্ধুরা নিয়মিত ক্লাসে আসছে না তাদের খোঁজ আমার নেব। যাতে আমারদের সহপাঠী বা বন্ধু বিপথগামী হয়ে না পড়ে। এছাড়া দেশে সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদ রুখতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী গাজী আসাদুল ইসলাম বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের জন্য, কিছু বিপথগামী ব্যক্তির জন্য এবং কিছু সংগঠনের জন্য সাতক্ষীরা জেলা জঙ্গিবাদের জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, সরকারি কলেজসহ জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুক্ত চিন্তার জন্য সব সময় উন্মুক্ত। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেশীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমাদের সকলের দাবি সকল পরিবার তাদের সন্তাদের খোঁজ খবর রাখবে। আমরা আমাদের বন্ধুদের খোজ খবর রাখবে। গণজাগরণ মঞ্চের সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান মাসুম বলেন, এজন শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করছে কিনা কলেজে হাজিরা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানকে খেয়াল রাখতে হবে। সাধারণত যারা এ সকল কাজে জড়িয়ে পড়ছে তারা অনেক দিন ধরে নিখোঁজ থাকছে কিন্তু তাদের পরিবার সেটি বলতে পারছে না। এজন্য শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিত বিষয় নিয়ে খোঁজ খবর বা কাউন্সিলিং করা হয় তাহলে তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। এতে করে সরকাব বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্ক হতে পারবে। এতে করে অসংখ্য তরুণকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভাব হবে।

সাতক্ষীরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিমাই চন্দ্র মন্ডল বলেন, জঙ্গি উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরদারিতে রাখা এবং বিশেষ কিছু নির্দেশনা খুবই যুগান্তকারী ঘটনা। আগের মতো এখন আর শিক্ষার্থীরা ক্লাসে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে না। ক্লাসে অংশ গ্রহণ না করলে যে জঙ্গি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে সেটিও বলা যাবে না। তবে এরকম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী যে নিদের্শনা জারি করেছেন সেটি প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখলে বর্তমান যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে তা সমাধানের পথ খুঁজে পাবো। এই কাজটি সফলতার সাথে করা গেলে শিক্ষার্থীরা শুধু জঙ্গি মুক্ত নয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন এবং কর্মজীবনে সুফল বয়ে আনবে। বর্তমানে যে ব্যবস্থপনা আছে তাতে কাজটি করা কঠিন তবে সফলভাবে এটি করা গেলে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটানা ১০ দিনের বেশি অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তবে কাউকে অযথা হয়রানি করা যাবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেন।